মতাদর্শগত বিষয়ে ভারতের ভারতের দলগুলিকে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ভিত্তিতে ও কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে, যেমন — মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, আকালীদল, ইত্যাদি। আবার ভাষার ভিত্তিতে কোনকোন রাজ্যে আঞ্চলিক দলের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন — তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে, এ.আই.ডি.এম.কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের দলব্যবস্থার সঠিক শ্রেণীবিভাগ দুষ্কর। অধ্যাপক বল ভারতের দলব্যবস্থাকে 'এক-দলের প্রাধান্যযুক্ত বহু-দলীয় ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতে বহু রাজনৈতিক দল আছে। তবে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন (১৯৬৭) পর্যন্ত কংগ্রেস দলই কেন্দ্র ও রাজ্য একাধিপত্য বজায় রেখেছে। তবে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বিরোধী অ-কমিউনিস্ট দলগুলি জোটবদ্ধ হয়ে জনতাদল গঠন করে ক্ষমতাসীন হয়। তার ফলে ভারতে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু আবার জনতা সরকারের পতন ঘটে। পরে ১৯৭৯ সালে কংগ্রেসই আধিপত্য লাভ করে। বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস ও জোট সরকারেরও আবির্ভাব হয়। এক পক্ষে জোট সরকারের মোকাবিলা করার প্রবল প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের মোকাবিলা করার ব্যাপারে অ-কংগ্রেসী দলগুলি এই পথ অবলম্বন করে।

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মূলনীতি ও আদর্শগত বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্য বর্তমান। গান্ধীবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সাম্যবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক আদর্শ বিভিন্ন দলের মতাদর্শগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। কোন দল বেশী রকম জাতীয়তাবাদী

আবার কোনদল সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। বস্তুত বামপন্থী দলগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিজেদের কার্যকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। অপর দিকে কংগ্রেস, বিজেপি ইত্যাদি দলগুলি মূলত: অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দলীয় কর্মসূচী ও নীতি নির্ধারণ করে।

ভারতের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে গণ-সংগঠন গড়ে তুলেছে। প্রায় প্রত্যেক দলেরই ছাত্র, যুব, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক ও মহিলা সংগঠন আছে। যেমন কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস, INTUC ইত্যাদি রয়েছে। বামপন্থী দলেরও শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক প্রভৃতিক্ষেত্রে গণসংগঠন আছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব অসীম। কেবল সরকার গড়ে তোলা হয়, তাকে স্থায়ী করার প্রশ্নেও রাজনৈতিক দলগুলিকে রণকৌশল গ্রহণ করতে হয়। গণতন্ত্রের আর একটি মূল নীতি হল শাসন ব্যবস্থার ওপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ। আর এই নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলি এক বড় ভূমিকা নেয়। বলা যায় যে, আধুনিক গণতন্ত্রে একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যসাধনের মনোবস্তু রাজনৈতিক দল হল অচল, অন্যদিকে তেমন, গণতন্ত্রের নীতি ও আদর্শের রূপায়নের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

# Party Politics
## দলীয় রাজনীতি

রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র অচল। দলহীন গণতন্ত্র কল্পনা ~~করা~~ করা অসম্ভব। গণতন্ত্রে জনগন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে। জনগণ ও প্রতিনিধিদের মধ্যে রাজনৈতিক দল গুলি সমন্বয় রক্ষা করে। তাই রাজনৈতিক দল হল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। তবে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশের দলব্যবস্থা একরকম হয়না। গণতন্ত্রের প্রকৃতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠে দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা পৃথক প্রকৃতির হয়। বিভিন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দলীয় ব্যবস্থার মধ্যে বৈচিত্র ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দলীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে আদর্শ ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে বৈচিত্র ও অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। কোনদল স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে ও আবার কোনদল দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরের ব্যাপারে আগ্রহী। বিজেপি, কংগ্রেস, ইত্যাদি দলগুলিকে স্থিতাবস্থা রক্ষার পক্ষপাতী বলে মনে করা হয়। তবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার ও পরিবর্তনের কর্মসূচী এই দলগুলির মধ্যেও দেখা যায়। অপরদিকে সি.পি. আই, সি.পি.আই (এম), সি.পি.আই (এম.এল) প্রভৃতি বামপন্থীদল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। আবার রাজনৈতিক